মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে আমি দেখলাম

এনসিটিবিতে প্রচুর ঝামেলা, প্রচুর দুর্নীতি। এমনও অনেক কর্মকর্তা আছে যারা ঐ চেয়ারগুলোর উপযুক্ত নয়

আ ন ম এহসানুল হক মিলন
শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

মন্ত্রীদের মধ্যে এখন যিনি সবচেয়ে আলোচনায় তিনি হলেন এহসানুল হক মিলন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। বয়সে তরুণ। আলোচিত হবার কারণ গতকয়েক বছর ধরে চলা পাঠ্যপুস্তক সংকট ও দুর্নীতির তিনি সুরাহা করতে পেরেছেন। বছরের মাঝামাঝিতেও যেখানে গতবার স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছয়ানি, এবার বছরের প্রথমেই স্কুলে পৌঁছে গিয়েছে পাঠ্যপুস্তক। মন্ত্রণালয় নিয়ে নানা ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-এর অফিসে এসেছিলেন। বলেছেন, এবারের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে...সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুদ্দোজা বাবু**, ছবি : **ডেভিড বারিকদার**

সাপ্তাহিক ২০০০ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। এই মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে আপনি নিজেই কি আগ্রহী ছিলেন, নাকি আপনাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে?

আ ন ম এহসানুল হক মিলন : আমার প্রথম পছন্দ ছিল বেসরকারি বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। আমার কাছে মনে হয় আমি এই মন্ত্রণালয়ে ভালো করতাম। চ্যালেঞ্জ নিতে আমি সবসময় চাই। বাংলাদেশ বিমান সব সময় লোকসান দিচ্ছে। এই বিমানকেই হয়তো আমি দেখাতে পারতাম লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। যাই হোক, আমি সেই মন্ত্রণালয় পাইনি। প্রথম দিকে আমাকে দুই দিনের জন্য শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় দেয়া হয়েছিল। পরে আব্দুল্লাহ আল নোমানকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো। এতো ছোট মন্ত্রণালয়ে দু'জন মন্ত্রীর দরকার নেই এ কথা ভেবে পরে ম্যাডাম নিজেই আমাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিতে প্রথম আমি চাইনি। এজন্য জোর তদবিরও করেছি। বললাম, আমি এটা পারবো না। আমার কোনো ধারণা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রফেসর, লেকচারারদের নিয়ে ডিল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তরুণ তারা আমার কথা শুনবে না। এরকম ভাব আমার মনে ছিলো। পরবর্তীতে আমাকে এক সময় বলা হলো, তুমি তিন মাস করে দেখ। ১৫ অক্টোবর আমি মন্ত্রণালয়ে বসলাম এবং আমি আমার দায়িত্বকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম।

'৭২, '৭৫-এর বইয়ের সঙ্গে এবারের বই মিলিয়ে দেখুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব নেতার বিশেষ ভূমিকা ছিল সবার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কাউকেই আমরা ছোট করিনি কিংবা বড় করে দেখাতে চাইনি

২০০০ : পাঠ্যপুস্তক নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে অনিয়ম ও দুর্নীতি চলে আসছে। এ বছর পাঠ্যপুস্তক বিতরণের দায়িত্বে আপনি। মন্ত্রণালয়ে প্রথমে গিয়ে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেন?

এ. হ. মিলন : মন্ত্রণালয়ের প্রথম পরিচিতি সভায় আমি পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে জানতে চাইলাম। শুনলাম ছাপানোর জন্য কোনো ব্যবস্থায়ই নেয়া হয়নি। আমি অবাকই হলাম। এত অল্প সময়ে আট কোটি বই ছাপিয়ে সারা দেশে পাঠানো তো দুঃসাধ্য ব্যাপার। বললাম, পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত ফাইল আমি দেখতে চাই এবং এর ওপর কাজ করবো। এবং গতবার যেসব দুর্নীতি, অনিয়ম হয়েছিল তা জানতে চাই।

২০০০ : আপনাদের দেয়া তারিখ মতো কি আপনারা বই সরবরাহ করতে পেরেছেন?

এ. হ. মিলন : আমরা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বই পৌঁছে দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছি। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ১০০% বই দিতে না পারলেও আমরা আমাদের ৮০ ভাগ কাজ করেছি। অক্টোবরে ক্ষমতা নেয়ার পরে পাঠ্যপুস্তক সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা খুব কম সময়ই পেয়েছি। বাধা এসেছে। প্রিন্টিং প্রেসে গিয়ে আমাকে প্রতিনিয়ত তাদের কাজ দেখতে হয়েছে। দেয়ালে টাঙানো চার্ট দেখে কাজ হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করেছি। দেশে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে দেখেছি বই ঠিকমতো পৌঁছেছে কি না।

আমি মন্ত্রী হিসেবেই যে জিনিসটা চাচ্ছি, ঠিক তার মাঝে সরকারি কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ এসে সেই দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের পক্ষে সাফাই গাইছেন। এটাই হচ্ছে আমলাতান্ত্রিকতা

২০০০: কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় এখনও বই পৌঁছায়নি...

এ. হ. মিলন : অফশনাল কিছু বই এখনও বাজারে যায়নি। ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের সব বই বাজারে চলে যাবে। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা না থাকলে আরো আগে বই বাজারে পৌঁছাতে পারতাম। এছাড়াও আরেকটি কারণ হলো, একটি জেলায় যখন আমি ডিসেম্বরের ২৯ তারিখের মধ্যে ৭ লাখ বই পৌঁছে দেই তখন সেই বইগুলো কিন্তু তারা বিতরণ করছে না। শিক্ষকরা বলছে কে চতুর্থ শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলো তা আমরা জানি না। আমাদের বইগুলো চলে গিয়ে ছিল জেলা সদর দপ্তরে তারা উপজেলাগুলোতে তখনও পাঠায়নি। আমরা প্রেসার দিয়ে উপজেলা সদর দপ্তরে। বই প্রেরণ করলাম। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ের বইগুলো প্রকাশনা সংস্থা আমার কথায় ছাপায় না। কারণ তারা বাজারের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বই ছাপায়। ঐ বইগুলো বিক্রি করে তারা। প্রিন্ট করে তারা। আমরা শুধু রয়্যালটি নেই। পুস্তক প্রকাশক সমিতি বললো, আমরা বই বাজারে দেব না। তারা বললো, আমরা যদি বাধ্যতামূলক বইগুলো সব এক সঙ্গে বাজারে দিয়ে দেই তাহলে সিলেট থেকে একজন লাইব্রেরিয়ান ঢাকায় এসে বাধ্যতামূলক বইগুলো নিয়ে গেলে অন্য বইগুলো নিতে তখন আর ঢাকায় আসবেন না। এক্ষেত্রে প্রকাশকরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। এ জন্য তারা বাধ্যতামূল্যক বইয়ের সঙ্গে তিন ভাগে অন্যান্য বইগুলো দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। তাছাড়া ঈদের সময় প্রেসের কাজ বন্ধ ছিল। যানবাহনেরও সমস্যা চলছে। ট্রাক বেশির ভাগই ২০ বছর আগের।

২০০০ : পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কোনো সমস্যা কি রয়েছে?

এ. হ. মিলন : গত সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা এখনো রয়ে গেছে। '৯৬ পর্যন্ত প্রিন্টিং প্রেস থেকে বই চলে আসতো এনসিটিবি'র গোডাউনে। এনসিটিবির গোডাউনে বইগুলো নিয়ে আমরা জেলায় জেলায় পাঠাতাম। আওয়ামী লীগ সরকার করলো কি এনসিটিবির গোডাউনে না রেখে সরাসরি বই পাঠিয়ে দিল। এখানে দুর্নীতির একটি জায়গা তৈরি হলো। এ জন্য যখন শুনলাম ঢাকা শহরে ডিপিও'রা এসে প্রকাশকদের বলছে, ভাই আপনি তো বাংলা বই পাঠাবেন তিন লাখ কিন্তু আমার ঐ খানে বাংলার চাহিদা আছে দুই লাখ। আসেন আমরা এক লাখের টাকা ভাগাভাগি করে নেই। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় বইয়ের সব খরচ আমরা দেই। এনসিটিবির কর্মকর্তাদেরও এখানে শেয়ার আছে।

আমাকে ছোট করার জন্য তারা অনেক চেষ্টা করেছে। আমার কেনিয়া যাবার কথা ছিল। তাদের জন্য পরবর্তীতে যাওয়া হয়নি। সন্ত্রাসীরা বই আটকে রাখে সেটাও দেখতে হয়। রাত ১২টায় আমি খবর পেলাম, লক্ষ্মীবাজারে আমার ট্রাক আনলোড করতে দিচ্ছে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানে নকল বই। সালমান এফ রহমানের যে বইগুলো ছিল সেগুলোতে চেয়ারম্যানের মুখবন্ধ লাগিয়ে তারা বাইন্ডিং করে বিক্রি করে দিচ্ছে। তাদের সেখানে গিয়ে ধরলাম।

এখানে কারা জড়িত আছে? সন্দেহের অবকাশ নেই যে জড়িত কর্মকর্তারা।

২০০০ : নিম্ননামের পজিটিভি, ভূয়া নামে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানো কলকাতা থেকে বই ছাপিয়ে আনা এ সমস্ত অভিযোগও এবার উঠেছে।

এ. হ. মিলন : দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারাই স্যাবটার্স করার জন্য এ সমস্ত কাজ করিয়েছে। তারা না থাকলে এসব অভিযোগ উঠতো না। আর কলকাতা থেকে বই প্রিন্ট করিয়ে আনার ঘটনা আমার নজরে এসেছে। ব্যাপারটি আমি দেখবো।

২০০০ : এ বছরও পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কয়টি বইয়ের ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন করা হয়েছে? এবং এই পরিবর্তন কেন?

এ. হ. মিলন : আমরা মোট ১৮টি বই পরিবর্তন করেছি। এ পরিবর্তন করা হয়েছে সঠিক ইতিহাস জানানোর জন্য।

২০০০ : যদি পরিবর্তন না করা হতো তাহলে খরচ নিশ্চয়ই কম পড়তো?

এ. হ. মিলন : বই পরিবর্তনের জন্য খরচ বেশি হয়নি। দেখা গেছে, একটি বইয়ের দুটো পাতা পরিবর্তন করা হয়েছে।

২০০০ : গত বছর পাঠ্যপুস্তকে এক ধরনের ইতিহাস ছিল। এ বছরে আরেক ধরনের ইতিহাস আপনারা দিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এতে করে কি শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হবে না? আর সঠিক ইতিহাস কোনটি?

এ. হ. মিলন : আমরা ইতিহাস বিকৃত করিনি। সঠিক ইতিহাস তুলে ধরেছি।

২০০০ : আওয়ামী লীগ সরকারও

অপশানল কিছু বই এখনও বাজারে যায়নি। ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের সব বই বাজারে চলে যাবে। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা না থাকলে আরো আগে বই বাজারে পৌঁছাতে পারতাম

একই কথা বলেছিল।

এ. হ. মিলন : সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইতিহাস পরিবর্তন করা যায় না। আমরা জানাতে চাই সঠিক ইতিহাস। ১৯৭২ থেকে '৯৬ পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতা ছিল তা আমরা তুলে ধরেছি। মানুষ তখন দেখেছে কি ঘটেছিল। তারাই বলবে আমরা কি ভুল দিয়েছি? '৭২, '৭৫-এর বইয়ের সঙ্গে এবারের বই মিলিয়ে দেখুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব নেতার বিশেষ ভূমিকা ছিল সবার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কাউকেই আমরা ছোট করিনি কিংবা বড় করে দেখাতে চাইনি।

২০০০ : পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের জন্য গত বছর অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এবার পরিবর্তনের ব্যাপারে তো কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি?

এ. হ. মিলন : পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের জন্য বোর্ডের একটি কমিটি রয়েছে। কারিকুলাম কমিটি। তারাই এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।

২০০০ : গত বছর আর এ বছরের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে পার্থক্য কি?

এ. হ. মিলন : গত বছর ওরা দিয়েছিলো নিউজপ্রিন্ট আর এ বছর আমরা দিয়েছি হোয়াইটপ্রিন্ট। হোয়াইটপ্রিন্ট দেয়ার পরও আমরা শতকরা সাড়ে সাত ভাগ দাম কমিয়েছি। চার কোটি টাকা সাশ্রয় হলো।

২০০০ : গতবারের চেয়ে এবারের পাঠ্যপুস্তকের দাম কম। এটা কীভাবে সম্ভব হলো?

এ. হ. মিলন : দাম কমানো সম্ভব হয়েছে। কারণ এখানে যে মিডলম্যান ছিল তা বন্ধ করে দিয়েছি। এবার দাম কমেছে শতকরা সাড়ে সাত ভাগ। আরো কমাতে পারতাম যদি আমাদের হাতে সময় থাকতো। আশা করি আগামী বছর দাম আরো কমাতে পারবো। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা না থাকলে আমি আরো দ্রুত এগোতে পারতাম।

সাপ্তাহিক ২০০০ : গত বছর বেক্সিমকোর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে সারা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়। কিভাবে এই দুর্নীতি হয়েছিল?

এ. হ. মিলন : দুর্নীতির সর্বোচ্চ মাত্রা বিদ্যমান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠ্যপুস্তকের দুর্নীতির মাধ্যমে গতবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে আমি দেখলাম, এনসিটিবিতে প্রচুর ঝামেলা, প্রচুর দুর্নীতি। এমনও অনেক কর্মকর্তা আছে যারা ঐ চেয়ারগুলোর উপযুক্ত নয়। মূলত তারা দুর্নীতির হোতা। উপরের কর্মকর্তাদের এই দুর্নীতির জন্য যেভাবেই হোক তারা ম্যানেজ করে। ডেপুটেশনের চেয়ারও তারা দখল করে ফেলেছে। গত ত্রিশ বছর ধরে তারা এই কাজই করে আসছে।

২০০০ : গতবার পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির স্বরূপ কি ছিল?

মিলন : দুর্নীতি অর্থে বই প্রিন্ট না করে কাগজ উঠানো, বেশি দামে বই বিক্রি, সঠিক পরিমাণ বই সরবরাহ না করে পুরাতন বই চালিয়ে, নোট বই ছাপিয়ে বিভিন্নভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতি গতবার করা হয়।

২০০০ : কিন্তু অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধেই কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না...

এ. হ. মিলন : হ্যাঁ, নেয়া হচ্ছে না। এর কারণ আমি মন্ত্রী হিসেবেই যে জিনিসটা চাচ্ছি, ঠিক তার মাঝে সরকারি কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ এসে সেই দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের পক্ষে সাফাই গাইছেন। এটাই হচ্ছে আমলাতান্ত্রিকতা।

মাদ্রাসা বোর্ডে গিয়ে আমি হাতেনাতে একজন টেন্ডার সন্ত্রাসীকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছি। জানতে পারলাম, এই ঘটনায় বোর্ডের কিছু কর্মকর্তাও জড়িত। এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম রয়েছে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাবে, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আমি সেভাবে পাচ্ছি না কিংবা পাবো না।

২০০০ : এবার নোট বই প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রতিবারই দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তক বাজারে যাবার আগে নোট বই বাজারে চলে যায়। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু নোট বই বিক্রি আইনত নিষিদ্ধ।

এ. হ. মিলন : এবারও কিছুটা হয়েছে, আমরা এটা রোধের চেষ্টা করছি। ধরতে পারলে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমি স্বয়ং বাংলাবাজারে রেইড দিয়েছি।

কিন্তু যাবার আগেই খবর সেখানে পৌঁছে গেছে। এজন্যই ধরা সম্ভব হয়নি। নোট বই বন্ধের জন্য আমাদের ছাত্রদেরও সচেতন থাকতে হবে। সাংবাদিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

২০০০ : আপনারা কবে নাগাদ এ সমস্যার সমাধান করবেন?

এ. হ. মিলন : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমরা একটি কমিটি করেছি। এসব দুর্নীতির ব্যাপারে এ বছরের মধ্যে পদক্ষেপ নেব।

২০০০ : প্রতি বছরই নকল হচ্ছে। কোনো সরকারই এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। এবারের ডিগ্রি পরীক্ষায়ও নকল হচ্ছে...

এ. হ. মিলন : এবার আমরা নির্দেশ দিয়েছি। শুধু ছাত্রকে নয়, শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হবে। ছাত্ররা যদি নকল করে আর শিক্ষকরা যদি তা না ধরে তবে সেই শিক্ষককে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়া রয়েছে।

২০০০ : কবে নাগাদ আপনারা এ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলে মনে করছেন?

এ. হ. মিলন : এবার ছাত্র-ছাত্রীদের যে টাইটটা দিলাম তাতে তারা পরের বার নকল করতে সাহস পাবে না। আগামীতে পড়ালেখা করবে। যার জন্য আগামী বার নকল কম হবে। এবার থেকেই নকলকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। সামনের বোর্ড পরীক্ষায় আমরা আশাবাদী, নকল দেখতে পাবো না।